মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

দশম অধ্যায়: ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ 'দেশি পণ্য কিনে হও ধন্য' এই শ্লোগানটি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন তোলে। আশির দশক থেকেই যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের নিজস্ব পণ্যের প্রতি বিপুল আগ্রহ দেখা দেয়। ◀ *শিখনফল-১*

ক. কোন ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি বর্জন করেন? ১

খ. বসু-সোহরাওয়াদী চুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে স্লোগানটি কোন আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. এই আন্দোলন বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথিকৃত— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি বর্জন করেন।

খ স্বাধীন ও অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু ও মুসলীম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ইতিহাসে বসু-সোহরাওয়াদী চুক্তি হিসেবে পরিচিত।

১৯৪৭ সালের ২০ মে কলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা বসু-সোহরাওয়াদী চুক্তি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্লোগান 'দেশি পণ্য কিনে হও ধন্য' স্বদেশী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুটি— বয়কট ও স্বদেশী। বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। ক্রমে বয়কট আন্দোলন শুধু বিলেতি পণ্যে বর্জনের সীমাবদ্ধ থাকে না। বিলেতি শিক্ষা বর্জনও এর সাথে যুক্ত হয়। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মত পণ্য বর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহিত হয়। বিভিন্ন স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন ও দেশীয় পণ্য ব্যবহারে শপথ নেয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামেগঞ্জে, শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময়ে তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি, চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'দেশি পণ্য কিনে হও ধন্য' স্লোগানটি বাংলাদেশে আলোড়ন তোলে। আশির দশক থেকেই যেকোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে আমাদের নিজস্ব পণ্যের প্রতি বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের স্লোগানটি আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথিকৃৎ। কেননা এ আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যায় এবং স্বদেশী পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়।

১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বয়কট, বিলেতি পণ্যে অগ্নি সংযোগ ও ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচী গৃহীত হয়। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন ও দেশীয় পণ্য ব্যবহারের শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামগঞ্জে, শহরে, প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশী পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। যা বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যায়। একই সাথে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠে। ফলে বাংলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'দেশি পণ্য কিনে হও ধন্য'—এই স্লোগানটি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন তোলে। আশির দশক থেকেই যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের নিজস্ব পণ্যের প্রতি বিপুল আগ্রহ দেখা দেয়, যেমনটি দেয়া যায় স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বদেশী আন্দোলনই বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথিকৃত'।— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶২ তুরস্ক একটি আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র। তুরস্ক ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধান যোজন যোজন। তা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের রাজনীতি তুরস্কের পরিণতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এ সময় ভারতবর্ষের মুসলমানরা এক নতুন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ◀ *শিখনফল-২*

ক. কে কোথায় বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন? ১

খ. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলনের কথা বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনে বাংলার জনগণের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

খ রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করে। অসহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। অন্যান্য স্থানের মত পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়েরের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে খিলাফত আন্দোলনের কথা বোঝানো হয়েছে।

ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে, এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু, যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পক্ষে যোগদানের জন্য ১৯২০ সালে সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং তারা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দুই ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

উদ্দীপকের বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের রাজনীতি তুরস্কের পরিণতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। আর উপরের আলোচনায় তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে খিলাফত আন্দোলনের কথা বোঝানো হয়েছে।

ঘ খিলাফত আন্দোলনে বাংলার জনগণের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য ১৯১৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটি গঠনসহ খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মুক্তি দাবি করা হয়। অমৃতসরের খিলাফত কমিটি কর্তৃক আহূত নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির অধিবেশনে ৬ জন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে খিলাফত 'ইশতেহার' প্রকাশ করা হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় আসেন। ঢাকার জনগণ তাদের 'আল্লাহু আকবার' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। তাছাড়া ১৯ মার্চ হরতালের দিন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন রোজা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উপোস থাকে। এদিন ঢাকায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তে বলা হয় যে খিলাফত অক্ষুণ্ন না থাকলে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা অসম্ভব। বাংলার বিভিন্ন স্থানে, যেমন— ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। সরকার ও পুলিশের নানা নির্যাতন, দমনমূলক ঘটনার পরও বাংলার জনগণ এ আন্দোলনে সক্রিয় ছিল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খিলাফত আন্দোলনে বাংলার জনগণের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব সাখাওয়াত হোসেন একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তার ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ লেগে থাকে। 'ক' সম্প্রদায়ের লোকজন প্রাধান্য বিস্তার করায় 'খ' সম্প্রদায়ের নেতারা অধিকারের জন্য আন্দোলন করে। জনাব সাখাওয়াত হোসেন তাদের দুটি সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন কাজের কোটা নির্ধারণ করে দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

◀ *শিখনফল-২*

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১

খ. বয়কট আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সাখাওয়াত হোসেন ব্রিটিশ ভারতের কোন চুক্তির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' সম্প্রদায়ের মতো উক্ত চুক্তি মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল— তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

খ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্ব ব্রিটিশ সরকারের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলে, তার মধ্যে অন্যতম হলো বয়কট আন্দোলন।

বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের শপথ নেয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রাম-শহর সর্বত্র প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পোড়ানো এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করতে থাকেন। তবে ক্রমেই বয়কট শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। বয়কট শুধু বিলেতি পণ্য বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিলেতি শিক্ষা বয়কটেও গৃহিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব সাখাওয়াত হোসেন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি (ডিসেম্বর, ১৯২৩ সাল)-এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন।

ব্রিটিশরা ক্ষমতা লাভের পর ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম— এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট ও সংঘাত সৃষ্টির নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। ব্রিটিশরা প্রথমে হিন্দুদেরকে নানাক্ষেত্রে অধিক সুবিধা প্রদান ও মুসলমান সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি ও সম্প্রীতি বিনষ্টে সফল হয়। স্বার্থসংক্রান্ত নানা বিষয়ে মুসলমানরা আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বৈরী মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস সর্বপ্রথম উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানদের এ সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের শর্তে এক চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নেন। ব্রিটিশ ভারতের সিংহভাগ মুসলিম নেতারা তার এ উদ্যোগকে সমর্থন জানান। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুসলমানদের পক্ষে স্যার আব্দুর রহিম, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও হিন্দুদের পক্ষে কংগ্রেস নেতা সুভাসচন্দ্র বসু উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। হিন্দু-মুসলমান এ দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তিটি ইতিহাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা বাংলা চুক্তি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের বর্ণনার বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'ক' ও 'খ' সম্প্রদায়ের বিরোধ দূরীকরণে জনাব সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগ উপরে আলোচিত বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের উক্ত চুক্তির অনুরূপ বাংলা চুক্তি 'খ' সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল বলে আমি মনে করি।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিবেশকে দূর করার উদ্দেশ্যে স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস এ দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সাক্ষরের উদ্যোগ নেন। তার প্রচেষ্টায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ সকল মুসলিম নেতা উক্ত চুক্তির পক্ষে তাদের সমর্থন দান করে। কারণ এ

চুক্তির মূল বিষয়ই ছিল ব্রিটিশ ভারতের অবহেলিত মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ লক্ষ্যে ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর উভয় সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা বাংলা চুক্তি সাক্ষরিত হয় । এতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে লোকসংখ্যার অনুপাতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিকারকে স্বীকার করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৬০টি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ৪০টি আসন নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষণের প্রস্তাব পাস করা হয়। তাছাড়া ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের অধিকার ও সুযোগ সুবিধার বিষয়টিকে নিশ্চিত করা হয়। এভাবে এ চুক্তির দ্বারা অবহেলিত ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্র রচিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক 'ক' ও 'খ' সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন কোটা নির্ধারণ করে যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়, তা উপরে বাংলা চুক্তির ইঙ্গিত বহন করে। এসব কারণে আমি বলতে পারি, উদ্দীপকে 'খ' সম্প্রদায়ের মতো উক্ত চুক্তি মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৪ ছোট দেশ কিউবাতে 'ক' ও 'খ' দুটো অংশ আছে। 'ক' অংশ তুলনামূলক উন্নত ছিল। এখানে শিক্ষা, বাণিজ্য, জীবনমান সবই উন্নত ছিল। অপরদিকে 'খ' অংশ খুবই পিছিয়ে পড়েছিল। এ কারণে কিউবার শাসক সিদ্ধান্ত নিলেন 'ক' ও 'খ' অংশকে পুরোপুরি ভাগ করে পৃথক ইউনিট গঠন করবেন। যদিও সেই অত্যাচারী শাসকের এর পেছনে গোপন উদ্দেশ্য ছিল। ◀ *শিখনফল-২ [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কবে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' অংশের বিভক্তি বাংলার কোন ঘটনাকে নির্দেশ করছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. এই বিভাজন শাসকের কোন নীতির প্রতিফলন ছিল? তোমার মতামত প্রদান কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

খ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাই 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

লাহোর প্রস্তাব মূলত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের বাস্তব রূপ দেওয়ার পথ নির্দেশ করে। এতে উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ বঙ্গভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৫ দরিদ্র কৃষক বীরভদ্র। তার মাঠ ভরা ফসল কেটে নিয়ে গেছে রাজ কর্মচারীরা। সাহস হারিয়ে ভীতু হয়ে, মুখ লুকিয়ে আর যাই হউক স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয় এ বোধোদয় থেকে বীরভদ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করল। ◀ *শিখনফল-১*

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল? ১

খ. ইংরেজদের সংস্কারসমূহ ভারতবাসীর মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বাধীনতা আন্দোলনটি ইতিহাসের কোন আন্দোলনের স্বাক্ষর বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনটির কারণ মূল পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶৬ ফতেহপুরের জনগণ মনে করে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে এলাকার চেয়ারম্যান তাদের ইমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছে। তাই তারা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ওই এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে গৃহীত চেয়ারম্যানের পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করতে গিয়ে একই ধরনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

◀ *শিখনফল-১ [বি.এ.এফ. শাহীন কলেজ, মৌলভীবাজার]*

ক. বঙ্গভঙ্গ হয় কত সালে? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফতেহপুরে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ধরনের কারণ ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত কারণ ছাড়াও ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের অন্য কারণ রয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন ▶৭ পাংশা উপজেলাটি আয়তনে বিশাল এবং এর জনসংখ্যাও অনেক। যার ফলশ্রুতিতে প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে এটি ভেঙে দুইটি উপজেলা করার দাবি ওঠে। সরকার ন্যায্য দাবি মনে করে উপজেলাটিকে দুটি অংশে ভাগ করে দুইটি উপজেলা ঘোষণা করে। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য অখণ্ডতার দাবির পক্ষে জোরালো আবেদন করে। এতে করে সরকার পুনরায় দুই উপজেলাকে একটি উপজেলায় পরিণত করে। যার ফলে ঐ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ স্থায়ী ক্ষতির মুখে পড়ে।

◀ *শিখনফল-২ [মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

ক. 'স্বত্ববিলোপনীতি' প্রয়োগ করেন কে? ১

খ. 'এনফিল্ড' রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. ব্রিটিশদের কোন নীতির কারণে এদেশের কৃষি ধ্বংস হয়?
ক ভূমি রাজস্ব নীতি খ চার্টার নীতি
গ জন নীতি ঘ খাদ্য সংরক্ষণ নীতি

২. তারেক পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের কথা বলেন, কোন বিদ্রোহের সাথে স্থানটি সম্পর্কিত?
ক সিপাহি বিদ্রোহ খ মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহ
গ নীল বিদ্রোহ ঘ কৃষক বিদ্রোহ

৩. বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন কে?
ক পঞ্চম জর্জ খ চতুর্থ জর্জ
গ তৃতীয় জর্জ ঘ দ্বিতীয় জর্জ

৪. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি চিরতরে নষ্ট হওয়ার যৌক্তিক কারণ কোনটি?
ক স্বাধীনতা যুদ্ধ খ স্বদেশি আন্দোলন
গ ফরায়েজি আন্দোলন
ঘ বঙ্গভঙ্গ

৫. আমাদের জাতীয় সংগীতের লেখক কে?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ রজনীকান্ত সেন

৬. লর্ড কার্জনের অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি?
ক বঙ্গভঙ্গ খ সেনাবাহিনী গঠন
গ অর্থনৈতিক সংস্কার
ঘ রাজ্য বিজয়

৭. খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কোনটি?
ক ইংরেজি ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ
খ খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
গ খিলাফতকে ভারতে স্থানান্তর
ঘ খিলাফতে উপযুক্ত খলিফা বসানো

৮. খিলাফত আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার যথার্থ কারণ ছিল–
i. তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা
ii. অটোমান সাম্রাজ্যকে রক্ষা
iii. রোমান সাম্রাজ্যকে রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয় কখন?
ক ১৯১০ সালের ১০ জানুয়ারি
খ ১৯১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি
গ ১৯২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর
ঘ ১৯৩০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি

১০. রাসবিহারীকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেন কেন?
ক ইংরেজ সেনাপতির সাথে আঁতাত করায়
খ ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলায়
গ লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার জন্য বোমা হামলা করায়
ঘ জমিদারদের বিরুদ্ধে কথা বলায়

১১. কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যারা স্বরাজ পার্টির সমর্থক ছিলেন তাদেরকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক অপরিবর্তনপন্থি খ পরিবর্তনপন্থি
গ বামপন্থি ঘ ডানপন্থি

১২. চিত্তরঞ্জন দাস এর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল কোনটি?
ক উদার মনোভাব সম্পন্ন
খ রাজ্য বিজেতা
গ সমর বিজেতা ঘ কল্পনাশ্রয়ী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক শ্রেণিতে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে বলা হয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

১৩. শিক্ষক কোন প্রস্তাবের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন?
ক লাহোর প্রস্তাব খ লক্ষ্মৌ প্রস্তাব
গ সিমলা প্রস্তাব
ঘ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব

১৪. উক্ত প্রস্তাবের ফলে—
i. ভারতের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়
ii. পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়
iii. কংগ্রেসের বিলুপ্তি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. পূর্ব বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন কে?
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ জওহরলাল নেহেরু
গ মহাত্মা গান্ধী
ঘ এ কে ফজলুল হক

১৬. লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো হবে–
i. একনায়কতান্ত্রিক
ii. স্বায়ত্তশাসিত iii. সার্বভৌম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. পাকিস্তান জন্ম নেয় কত সালে?
ক ১৯৪৬ খ ১৯৪৭
গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৪৯

১৮. বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির অন্যতম গুরুত্ব কোনটি?
ক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা
খ সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠা
গ হিন্দুস্থান নামক রাষ্ট্রের সূচনা
ঘ কেরালা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

১৯. কত সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক ১৯৩৯ খ ১৯৪২
গ ১৯৪৫ ঘ ১৯৪৬

২০. করমচাঁদ মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল কোনটি?
ক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন
খ ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব
গ রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন
ঘ ডাক বিভাগের সংস্কার

২১. নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি?
ক অর্থনৈতিক সংস্কার
খ সেনাবাহিনী গঠন
গ রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
ঘ লাঠিয়াল বাহিনীগঠন

২২. কত সালে জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোষণা করেন?
ক ১৯৩০ সালের খ ১৯৩৫ সালের
গ ১৯৩৯ সালের ঘ ১৯৪০ সালের

২৩. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে?
ক মুসলমান খ হিন্দু
গ বৌদ্ধ ঘ খ্রিস্টান

২৪. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?
ক তিব্বতে খ নেপালে
গ মালদ্বীপে ঘ রেঙ্গুনে

২৫. বাহাদুর শাহ কে ছিলেন?
ক মুঘল সম্রাট খ চিকিৎসক
গ সিপাহি ঘ বিদ্রোহী নেতা

২৬. বিখ্যাত টাটা কোম্পানি কত সালে টাটা কারখানা স্থাপন করেন?
ক ১৯১০ খ ১৯১১
গ ১৯১২ ঘ ১৯১৩

২৭. আজকের ঢাকা সিটি দুই ভাগ করার ঘটনাটি ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক বঙ্গভঙ্গ খ পাক ভারত বিভাগ
গ চীন ভারত বিভাগ ঘ কোরিয়া বিভাগ

২৮. বেঙ্গল প্যাক্ট এর অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে—
i. মুসলমানদের সমস্যার সমাধান
ii. হিন্দু-মুসলিমদের দাঙ্গার অবসান
iii. হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ছবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে দেখল বিদেশি শাসকরা এ দেশের জনগণের ওপর নির্যাতন করে। এসব নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে। সর্বাত্মক চেষ্টার ফলে ব্যর্থ হলে সে বিষপানে আত্মহত্যা করে।

২৯. ছবি কোন বাঙালি নারী দ্বারা অনুপ্রাণিত?
ক বেগম রোকেয়া
খ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
গ কল্পনা দত্ত
ঘ ফাতেমা জিন্নাহ

৩০. উক্ত নারী ও তার বাহিনীর পরাজয়ের কারণ—
i. গণবিচ্ছিন্নতা
ii. স্বার্থপরতা
iii. গোপনীয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১. ▶লিমা ও আবীর নব দম্পতি। তাদের নতুন সংসার সাজানোর জন্য জিনিস কিনতে বাজারে যায়। তারা বিভিন্ন লোকাল দোকান ঘুরে দেখে এবং নামি দামি বিদেশি ইলেকট্রনিক্স পণ্য না কিনে দেশি পণ্য ওয়ালটনের টিভি, ফ্রিজ, ইস্ত্রি ইত্যাদি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে? ১
খ. মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে দম্পতির এ ধরনের কর্মকাণ্ডে কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন মুসলিম সমাজে যে প্রভাব ফেলে তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২. ▶ সাহস হারিয়ে, ভীতু হয়ে, মুখ লুকিয়ে আর যাই হোক স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব নয় তা বোধ হয় জানা ছিল শত বছরের পরাধীন নমিতা রানির দেশের লোকজনের। তাই তারা আন্দোলন-সংগ্রামে নেমে গেল দেশটির নতুন কিছু অঞ্চল বিদেশি শাসক কর্তৃক সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার কারণে। শাসনের অজুহাতে সাম্রাজ্যভুক্তকরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নমিতা রানির দেশের জনগণের পক্ষে আন্দোলন-সংগ্রামের বিকল্প আর কিছুই ছিল না।

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয়? ১
খ. বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ২
গ. নমিতা রানির দেশে ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কারণটির প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. 'শুধু উক্ত কারণেই ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়নি' — মতামত দাও। ৪

৩. ▶ রীদি ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। সে ইতিহাস ক্লাসে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক বললেন, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন। বঙ্গভঙ্গ করা হলে বাংলার মুসলমানরা একে সমর্থন করলেও হিন্দুরা কিন্তু সমর্থন করেনি। এমনকি এ নিয়ে তারা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনও গড়ে তোলে।

ক. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বঙ্গভঙ্গের আর্থ-সামাজিক কারণগুলো লিখ। ৩
ঘ. 'বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণও কাজ করেছিল'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. ▶ বিউটি নবম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন ক্লাসে সে ইতিহাসের শিক্ষকের নিকট বিভিন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে জানতে চায়। তিনি উদাহরণ স্বরূপ উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

ক. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে? ১
খ. লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিভিন্ন কারণ তথা বৈষম্যের কারণেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম- বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. ▶ শিউলি বাণিজ্য মেলায় গিয়ে অনেক কিছু কেনাকাটা করল। যার মধ্যে ছিল টাঙ্গাইল শাড়ি, রাজশাহী সিল্ক, বুটিকের শাড়ি, চটের হাত ব্যাগ, তাঁতের তৈরি থ্রিপিস, খাদি কাপড়ের পাঞ্জাবি, ফতুয়া ইত্যাদি। মেলায় সে বিদেশি পণ্যের স্টলগুলো ঘুরে দেখল, সেখানে ছিল বিভিন্ন রকমের জিপসি সেট, মাসাক্কালি শাড়ি, চাইনিজ শাড়ি, জাপানি কুর্তা, বিদেশি কসমেটিক কিন্তু ঐসব পণ্য মুক্তাকে এতটুকুও আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ক. বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় কত সালে? ১
খ. রাওলাট আইন বলতে কী বোঝ? ২
গ. শিউলির চিন্তা-চেতনায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা ৩
ঘ. শিউলির এই ভাবধারা দেশীয় শিল্প, কলকারখানা প্রসারে কতটুকু সহায়ক বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬. ▶ পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় অবস্থিত কান্তজি মন্দির। এ মন্দিরে প্রতি বছর যে উৎসব হয় তাতে হিন্দু-মুসলিম সবাই অংশগ্রহণ করে। তবে সম্প্রতি একটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখানে হিন্দু -মুসলিম সম্প্রীতিতে ভাঙন দেখা দেয়।

ক. বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ভারতর রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত হয়। ১
খ. লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগে তার পদক্ষেপগুলো লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র – বিশ্লেষণ কর।৪

৭. ▶ টেলিভিশনে একটি নাটক দেখছিল দাদু ও আয়লান। নাটকটি দেখে আয়লান কিছু বিষয় বুঝতে পারছিল না। তখন সে দাদুর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে, দাদু বলেন যে, পূর্ব বঙ্গের কৃষকদের ঘামে ঝরা অর্থে কলকাতায় অবস্থানরত জমিদারগণ ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব পরিশোধ করে। কিন্তু ঢাকায় কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে না। কলকারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই কলকাতায় গড়ে ওঠে।

ক. সেভার্সের চুক্তি হয়েছিল কত সালে? ১
খ. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দাদুর কথায় বাংলা বিভাগের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলা বিভাগের পেছনে কি শুধু দাদুর বর্ণিত কারণই ছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

৮. ▶ ইতিহাস ক্লাসে স্যার বলেছিলেন যে, একটি বিদ্রোহ জনসাধারণের সমর্থন লাভের মাধ্যমে দেশটির স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিদ্রোহে যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। অনেক বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ক. বঙ্গভঙ্গ হয় কত সালে? ১
খ. খিলাফত বা অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে যে বিদ্রোহের প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. এ ধরনের একটি বিদ্রোহের গুরুত্ব ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯. ▶ আলমগীর সাহেব একজন খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি গড়ে তোলার জন্য তার দলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল।

ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১
খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলমগীর সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহীত ছিল– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ লেখ। ৪

১০. ▶ কনা তার দেশের একটি সংগ্রামের জন্য দেশটির তৎকালীন বিদেশী শাসনের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে দায়ী করে। অপরপক্ষে কাকলি মনে করে, এই সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের শিল্প কারখানা ধ্বংস হওয়ার কারণে।

ক. মঙ্গল পাণ্ডে কে ছিলেন? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কনার মতে তার দেশের সংগ্রামটি ১৮৫৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ধরনের কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. কাকলির মতে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের অর্থনৈতিক কারণ প্রতিফলিত হয়েছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. ▶ ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন। বাংলার মুসলমানরা একে সমর্থন করলেও হিন্দুরা এর বিরোধিতা করেন। এমনকি এ নিয়ে তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনও গড়ে তোলেন।

ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রয়োগ করেন? ১
খ. স্বদেশী আন্দোলনকে কেন মুসলমানরা অসমর্থন জানায়? ২
গ. পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে বঙ্গভঙ্গের প্রভাবকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ৩
ঘ. বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকারের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? মতামত দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ক	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ
১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ